দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 12 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম ও শৈথিল্য

নিরক্ষরমুক্ত সিরাজগঞ্জ ঘোষণা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে কোন অনিয়ম ও শৈথিল্য সহ্য করা হবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম-শৈথিল্যের ব্যাপার যে আছে, তার এই হুঁশিয়ারি তা আরও স্পষ্ট করেছে এবং এ সম্পর্কে তিনি যে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল, সেটাও বুঝা যায়। এ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, অর্থ নিয়ে কিছু অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর আমার কানে আসে। পত্রিকাতেও দেখি। শিক্ষাক্ষেত্রে তার সরকার যে ব্যাপক কর্মসূচী নিয়েছে এবং তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন সে কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, মেয়েদের জন্য উপবৃত্তি এবং অসচ্ছল পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার জন্য নগদ অর্থ প্রদান কর্মসূচীর পেছনে আমাদের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। শিক্ষার ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগতভাবে শ্রম দিচ্ছি। সারাদেশে অনেকের কাছে এ বিষয়ে আমি চিঠি লিখেছি। শিক্ষার সকল কার্যক্রমকে আমরা যে কোনো মূল্যে সফল করতে চাই।

শিক্ষা অন্যতম মৌলিক মানবিক অধিকার। আমাদের সংবিধানেও শিক্ষাকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। দেশের প্রতিটি নাগরিককে প্রয়োজনীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। বর্তমান সরকার এই মৌলিক অধিকার সকল নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে এবং এ জন্য বাজেটে সর্বাধিক বরাদ্দ নির্ধারণ করেছে। স্বল্পতম সময়ে গোটা জাতিকে শিক্ষিত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ব্যাপকভিত্তিক বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। গণশিক্ষা থেকে শুরু করে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য আলাদা আলাদা কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। সরকার গণশিক্ষাকে বিশেষ অগ্রাধিকারে এনেছে এ-কারণে যে, আমাদের জনগণের একটা বড় অংশ এখনও নিরক্ষতার অন্ধকারে রয়েছে। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা ও ধারায় তাদের স্বাক্ষর ও শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব নয়। এ জন্য গণশিক্ষা ও গণসাক্ষরতা কর্মসূচী সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সাক্ষরতা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের নারীরা পুরুষদের চেয়ে পিছিয়ে আছে। এ কারণে নারী শিক্ষাকে আলাদাভাবে প্রধান্যে আনা হয়েছে। নারী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে প্রতিটি পরিবার তার মেয়ে পোষ্যদের স্কুল-কলেজে পাঠাতে উৎসাহিত হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যমূলক করার পরও যাতে কোনো শিশু স্কুলপাঠ থেকে বঞ্চিত না থেকে যায়, সে লক্ষ্যে শিক্ষার জন্য নগদ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সঙ্গে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ ও পেশাভিত্তিক শিক্ষাসহ কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষা ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠা, নকল রোধ, শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারী নজরদারি বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীরা যাতে পাঠ্যবইয়ের বাইরেও বিভিন্ন বিষয়ের বই পাঠ করে তাদের জ্ঞানভাণ্ডারের সঞ্চয় বাড়াতে পারে সেজন্য বই সরবরাহের কর্মসূচী ছাড়াও গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায় পাঠাগার প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। এসব কর্মসূচী চলছে এবং আশাব্যঞ্জক ফলও পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষাখাতে গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নের ব্যয় হচ্ছে শত শত কোটি টাকা। বলা বাহুল্য, এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ও অর্থ ব্যয়ের ব্যাপার নিয়েই নানা ধরনের লঘুগুরু অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। এসব অভিযোগের মধ্যে কিছু অভিযোগ অর্পিত দায়িত্ব পালনে সংশ্লিষ্টদের অবহেলা সম্পর্কিত এবং কিছু অভিযোগ অর্থ ব্যয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কিত। আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতি বিষয়ে মাঝে মধ্যেই পত্র-পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হতে দেখা যায়। অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষাখাতের বিভিন্ন পর্যায়ে, দফতরে ও অফিসে একটি সংগঠিত দুর্নীতিবাজ চক্র গড়ে উঠেছে। এই চক্র তাদের অপকর্মের মাধ্যমে কর্মসূচীগুলোর বাস্তবায়ন ব্যাহত ও বিলম্বিতই করছে না, একই সঙ্গে লুটেপুটে খাচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। 'ঘুষ' এবং 'বখরা' ছাড়া নাকি শিক্ষাখাতের অফিস দফতরে কিছু হয় না। সম্প্রতি মাধ্যমিক স্তরের বই কেনা নিয়ে একটা বড় ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতি ঘটেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কথিত চক্র ও সংশ্লিষ্টদের কারো কারো যোগসাজশে এই অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে বলে খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত, দুর্নীতিবাজ চক্রের মূলোৎপাটন ছাড়া শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচীর সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও প্রত্যাশিত ফল লাভ সম্ভব নয়। এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি উচ্চারণের বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই আমরা মনে করি। শিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচী অবহেলা-অমনোযোগ, অনিয়ম-দুর্নীতি ও অপকর্মের শিকার হবে এবং দুষ্কৃতকারী ও দুর্নীতিবাজরা বহাল তবিয়তে থাকবে তা হতে পারে না। আমরা বিশ্বাস করি, প্রধানমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি কেবল 'কথার কথা' হয়ে থাকবে না। অবিলম্বে এমন ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নেয়া হবে যাতে দুষ্কৃতি-দুর্নীতি ও এর হোতারা উভয়ই মূলোৎপাটিত হয়। আমরা প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং কঠোর নজরদারি প্রত্যাশা করি।